

স্মারক নম্বর- ০৫.৪১.৯৩০০.০১২.১১.২৫৮.২২- ৫০৬

তারিখ : ১৮ বৈশাখ ১৪৩১  
১৮ এপ্রিল ২০২৪

বিষয় : ২০ একরের উর্ধ্বে (বন্ধ) সরকারি জলমহাল ১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মেয়াদে পুন: ইজারার বিজ্ঞপ্তি (৩য় পর্যায়)

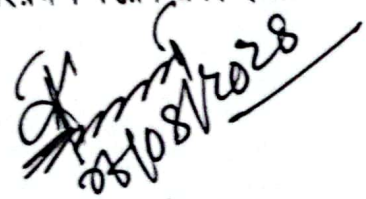
ভূমি মন্ত্রণালয়ের সায়রাত-১ শাখার ০২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯(অংশ-১).৬৬২ নম্বর স্মারক মোতাবেক ১ম পর্যায়ে অনলাইনে এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০০১.২৪.৩৬১ নম্বর স্মারকে ২য় পর্যায়ে অফলাইনে (ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে) ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ১ম ও ২য় পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত ইজারাদার না পাওয়ায় গত ২৫ মার্চ ২০২৪ তারিখে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন ইজারায়োগ্য ২০(বিশ) একরের উর্ধ্বে আয়তন বিশিষ্ট নিম্নবর্ণিত সরকারি জলমহালসমূহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী ১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মেয়াদে ৩য় পর্যায়ে আগ্রহী নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর নিকট থেকে বর্ণিত সিডিউল অনুযায়ী অফলাইনে (ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে) আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

ক্র: নং	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
০১.	০৮ বৈশাখ ১৪৩১ থেকে ১২ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দের মধ্যে	ইজারার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অফলাইনে আবেদন দাখিল।
০২.	১৬ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিল	অফলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের কপি ও জামানতের মূলকপি (সরকারি জলমহাল নীতি, ২০০৯ এর পরিশিষ্ট 'ক' এর আবেদন ফরমটি পূরণপূর্বক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬১ নম্বর কোডে জমাপূর্বক (চালানের মূলকপি সংযুক্ত করতে হবে) সীলগালা মুখবন্ধ খামে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব শাখায় দাখিল।
০৩.	১৯ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দের মধ্যে	প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই।
০৪.	২৫ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দের মধ্যে	জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন।
০৫.	২৯ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দের মধ্যে	ইজারা অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় কমিশনার বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক অনুমোদন।
০৬.	৩১ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দের মধ্যে	জেলা প্রশাসক কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারা গ্রহীতাকে অবহিতকরণ।
০৭.	০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দের মধ্যে	ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে সাকুল্য ইজারামূল্য ও অন্যান্য সরকারি করাদি জমা প্রদান এবং ইজারা গ্রহীতার সাথে ইজারা চুক্তি সম্পাদন।
০৮.	০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মধ্যে	ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া।

১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দে ইজারায়োগ্য ২০ একরের উর্ধ্বে সরকারি জলমহালের তালিকা

ক্র: নং	উপজেলার নাম	১৪৩১ বঙ্গাব্দে ইজারায়োগ্য জলমহালের নাম	আয়তন (একরে)	বিগত ০৩(তিন) বছরের গড় ইজারামূল্য	৫% বৃদ্ধিতে বার্ষিক ইজারামূল্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১.	ঘাটাইল	বিলকল্যাণ রানাদহ	২৯.২৬	৬০,৬৩৮/-	৬৩,৭০০/-	
০২.	ভূঞাপুর	নিকলা বিল	২৯.৪৮	১৫,০০০/-	১৫,৭৫০/-	
০৩.	ধনবাড়ী	হামিল বিল	৩৯.৫৭	৯২,৩৩৫/-	৯৬,৯৫২/-	
০৪.	গোপালপুর	ডোগা বিল	২৪.৮৯	৭,৯৫৯/-	৮,৩৫৭/-	
০৫.	গোপালপুর	গরিল্যা বিল	৪৪.৪৬	৮,০০০/-	৮,৪০০/-	
০৬.	কালিহাতী	তল্লাই বিল	৯১.৯৯	২২,০১০/-	২৩,১১১/-	
০৭.	কালিহাতী	বর্তা বিল	৮২.৮৬	৪৭,৬১৯/-	৫০,০০০/-	
০৮.	দেলদুয়ার	সিংহরাগী সরই বাড়ী রাখ	৪১.৮৫	১,০৮,৫৩১/-	১,১৩,৯৫৮/-	
০৯.	নাগরপুর	আলোকদিয়া বিল	৪৫.৪০	২৪,১৫০/-	২৫,৩৫৮/-	
১০.	নাগরপুর	কাউনহলা বেতপটল ফিসারী	২১.৪৪	৬,৫১১/-	৬,৮৩৭/-	
১১.	সখিপুর	টুনকী জলকর	২১.৭১	১৩,৯৭২/-	১৪,৬৭১/-	
১২.	বাসাইল	বালিয়া বিল	৩৪.৮৩	১,১২,৮৩৫/-	১,১৮,৪৭৭/-	
১৩.	বাসাইল	নুন্দা বিল	২৫.০১	৩০,১০০/-	৩১,৬০৫/-	
১৪.	টাঙ্গাইল সদর	যুগনী দহ	২০.১৫	১,৪৫,০০০/-	১,৫২,২৫০/-	

০১. বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে;
০২. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর পরিশিষ্ট 'ক' এর আবেদন ফরমটি পূরণপূর্বক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬১ নম্বর কোডে জমাপূর্বক চালানের মূলকপি সংযুক্ত করতে হবে;
০৩. দাখিলকৃত আবেদনে প্রদত্ত ইজারা মূল্য প্রার্থীত জলমহালের বিগত ০৩(তিন) বছরের গড় ইজারা মূল্য অপেক্ষা ৫% বর্ধিত না হলে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না;
০৪. নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি/সমবায় সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তর/সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত, সে সমিতি বা সমবায় সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না;
০৫. আবেদন দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ সমিতি তাদের সদস্যের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করতে হবে এবং একই সাথে তার অনুলিপি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অহবায়ক, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবেন;
০৬. প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে স্থানীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে কোন সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকে যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তি বা কোন অনিবন্ধিত সমিতি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনায় আবেদন করতে পারবে না;
০৭. আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতি/ সমবায় সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতি যেগুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা/ উপজেলা সমবায়/ সমাজসেবা কর্মকর্তা (যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হবে এবং তার সাথে বিগত ২(দুই) বছরের অতিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠনের/ সমিতির জন্য অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে না;
০৮. যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন পাওয়া না যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী উপজেলা/ জেলা মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে;
০৯. লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমবায় সমিতি/ সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/ গোষ্ঠিকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে, তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত লীজ বাতিল করবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না;
১০. কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ সংগঠন/ সমিতি দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত পাবে না; জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত না হলে উক্ত সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে; ইজারা মূল্যের উপর সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও আয়কর লীজমানির সাথে একত্রে প্রদান করতে হবে; সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এ বর্ণিত অন্যান্য শর্তাবলী এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত বিধি-বিধান ইজারাদার মেনে চলতে বাধ্য থাকবে;
১১. জলমহাল ও জলমহালের ইজারা সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাদিসহ যে কোন বিষয় এ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা হতে জানা যাবে; ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন আবেদন পত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং ইজারার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।



মোঃ কায়ছারুল ইসলাম

জেলা প্রশাসক


টাঙ্গাইল

ফোন : ০২৯৯৭৭১৪৯০২

[dctangail@mopa.gov.bd](mailto:dctangail@mopa.gov.bd)

অনুলিপি সহায় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ০১: মহানগরী শালক সনসদ, টাঙ্গাইল।
- ০২: শক্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিচালক, ঢাকা।
- ০৩: সেহাওরাসাং, কৃষি শাক্তার বোর্ড, কৃষি সনসদ, ১০ শহিদ মুজিববর্ষ সড়ক, ফেঞ্চলীও, ঢাকা।
- ০৪: বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
- ০৫: জেলা প্রশাসক (ককিল)।
- ০৬: পুলিশ সুপার, টাঙ্গাইল।
- ০৭: বিভাগীয় ১০০ কর্তৃকর্তা, টাঙ্গাইল।
- ০৮: জেলা সনসদ কর্তৃকর্তা, টাঙ্গাইল।
- ০৯: জেলা মহানগর অফিসার, টাঙ্গাইল।
- ১০: উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রদায়ক অফিসার, টাঙ্গাইল।
- ১১: উপপরিচালক, মহানগরসেবা অফিসার, টাঙ্গাইল।
- ১২: নির্বাহী প্রকৌশলী, শক্তি উন্নয়ন বোর্ড, টাঙ্গাইল।
- ১৩: উপজেলা নির্বাহী অফিসার, টাঙ্গাইল (ককিল)।
- ১৪: মহানগরী কমিশনার (কৃষি), টাঙ্গাইল (ককিল) (কিছকিছটি সোল মহানগর/বাইকিল এর মাধ্যমে সচল প্রোগ্রামের অনুরোধসহ)।
- ১৫: মহানগরী কমিশনার (আইকিটি), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল (ককিল) (কিছকিছটি প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ১৬: জেলা মহিলা বিষয়ক কর্তৃকর্তা, টাঙ্গাইল।
- ১৭: অফিসার ই-সার্ভ, ..... বাসা, টাঙ্গাইল (ককিল)।
- ১৮: মহানগরী/কম্পানিকর, প্রোগ্রামার, টাঙ্গাইল (একটি বিভিন্ন শক্তিকার প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ১৯: জ্ঞানস .....।
- ২০: মোটিল বোর্ড।
- ২১: অফিস কপি।

টাঙ্গাইল  
  
 জেলা প্রশাসক  
 টাঙ্গাইল